

# খাবারের মধ্যে কীটনাশক — আমরা চাই না

দিনে একটা করে আপেল আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে। হ্যাঁ ঠিকই পড়ছেন! সরকারের নিজস্ব রিপোর্টই এখন বলছে যে ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর এবং ডিডিটি-র মতো নিষিদ্ধ কীটনাশক জমা হচ্ছে আমাদের খাদ্যে। যেমন ক্লোরডেন হল এমন একটি রাসায়নিক যা আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি করে, ক্ষতি করে আমাদের লিভার, কিডনি, ফুসফুস ও চোখেরও। এছাড়াও যে শস্যে যে ধরনের কীটনাশকের ব্যবহার নেই সেসব রাসায়নিকও ওই নির্দিষ্ট শস্যজাত খাদ্যের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। মনোক্লোরটোফস হল এমন কীটনাশক যা আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘকালীন দু'ধরনেরই ক্ষতিসাধন করে দেশে এর ব্যবহারও ব্যাপক। শাকসবজির ওপর এর প্রয়োগ অনুমোদিত নয়। দেশের বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সবজির মধ্যে বিষাক্ত অবশেষ হিসেবে মনোক্লোরটোফস পাওয়া গেছে। যে সমস্ত রাসায়নিক কৃষিতে ব্যবহারযোগ্য বলে ছাড়পত্র পেয়েছে, খাদ্যে তাদের অবশিষ্টাংশের মাত্রাও আইনীভাবে স্বীকৃত মাত্রার চেয়ে বেশি। আমাদের দেশের খাদ্য, জল ও মাটি রাসায়নিক কীটনাশক দ্বারা কীভাবে দূষিত হচ্ছে এ হল তার নমুনা মাত্র।

সুপারমার্কেট বা স্থানীয় বিক্রেতাদের কাছ থেকে যতই আপনি টাটকা ফল ও শাকসবজি কেনার চেষ্টা করুন সেগুলো যতই ভালভাবে ধুয়ে, রান্না করে খাবার চেষ্টা করুন, বিষাক্ত রাসায়নিকের অবশেষ আপনার শরীরে প্রবেশ করবেই। ফল, শাকসবজি, মাংস, পোলট্রিজাত খাদ্যসামগ্রী ও দুধ সব কিছুই মধ্যস্থিত ব্যাপক পরিমাণে কীটনাশকের অবশেষ পাওয়া যাচ্ছে। যা অনুমোদিত সর্বাধিক অবশেষ মাত্রা (MRL)-র থেকে বেশ বেশি। এই মাত্রা ধার্য হয়েছে খাদ্যে ভেজাল তদারকি আইন, ১৯৫৪ অনুযায়ী। এছাড়া আমাদের পানীয় জলও দূষিত। সবচেয়ে খারাপ হল এই যে মায়ের দুধও এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। কিন্তু এই ভেজাল নিয়ন্ত্রণ বা রোধে কেউ কিছু করছে না।

## সরকার খেয়াল করছে না

এটা খুব পরিষ্কার যে এই সমস্যার উৎস আমাদের চাষের ক্ষেত্র। এসব জানা সত্ত্বেও এবং রাসায়নিক কীটনাশকের বিকল্প থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার এ সমস্ত মারাত্মক রাসায়নিক ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছেন যা বকলমে বিষের কারখানাকে সাহায্যের সামিল। সরকার জিন পরিবর্তিত শস্যের মাধ্যমেও এর সমাধান খুঁজছেন কিন্তু তাও খুবই গোলমালে, ক্ষতিকর এবং অপরিবর্তনীয়। নিরাপদ বিকল্প যা রয়েছে তার জন্য প্রয়োজন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার। কিন্তু আমাদের অল্পদাতা চাষীদের কাছে এ সমস্ত বিকল্প-রূপায়ণের জন্য সত্যিকারের সুযোগ নেই। নেই এমন কোনো ব্যবস্থা যাতে চাষিরা জেনে বুঝে যেটা ভালো তা প্রয়োগ করতে পারে। উৎপাদন ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে চলায় চাষিরা একেই খুব বিপদে, তার উপর কীটনাশক বিষয়ক এ সমস্যায় তারা একেবারে জর্জরিত।

## কিছু সুখবর

সুখবর হল এই যে দুনিয়াব্যাপী ব্যাপক গবেষণা ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান রাসায়নিক চাষের নিরাপদ বিকল্প রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অল্পপ্রদেলে লক্ষাধিক চাষি কোনো রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করা চাষ পদ্ধতিতে সাহায্য পাচ্ছেন। খবর হল এই যে এ ধরনের চাষে চাষিরা নাকি অনেক বেশি লাভ করছেন। আর আমাদের খাদ্য উৎপাদনে যদি কীটনাশক ব্যবহার করা না হয় তাহলে আমাদের খাদ্যেও তার অবশেষ থাকবে না। অর্থাৎ, আমরা খুব সহজেই নিরাপদ খাদ্য পাব। যেহেতু সরকার কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নিচ্ছে না এবং কীটনাশক শিল্পের পক্ষ সমর্থন করে যাচ্ছে তাহলে আমাদের উপভোক্তাদেরই এককাত্তা হতে হবে এবং দাবি করতে হবে নিরাপদ খাদ্যের। নাগরিক হিসেবে খাদ্যের অধিকার আমাদের রয়েছে।

## এই অবস্থা পাল্টানোর আপনিও একজন কারিগর হতে পারেন

বিষের শিকার আমরা নাগরিকরা, সরকারের কাছে অবশ্যই দাবি করতে পারি যে মানুষ এবং পরিবেশের নিরাপত্তার স্বার্থকে অবশ্যই মারাত্মক বিষের কারবারীদের মুনাফার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। আপনারা দাবি করুন যাতে সরকার এর দায়িত্ব নেয় এবং নিরাপদ খাদ্য যাতে আপনারা পেতে পারেন। সরকারের কাছে আপনারা দাবি করতে পারেন।

- ১। রাসায়নিক কীটনাশক ও জিন পরিবর্তিত শস্য ব্যতিরেকে জৈব/পরিবেশমুখী/প্রাকৃতিক চাষ-ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।
- ২। জৈব খাদ্য মানুষ যেন পায় তা সূনিশ্চিত করতে হবে। (বিশেষত গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা ও শিশুর জন্য)।
- ৩। অন্য বহু দেশের মতো আমাদের দেশেও কীটনাশক নিষিদ্ধ করতে হবে।

www.indiaforsafefood.in-এই ওয়েবসাইটে এক প্রতিবাদ-পত্র আছে। সাইটটি খুলে ওই প্রতিবাদ-পত্রে সই করুন। আমরা এই প্রতিবাদ-পত্র কৃষিমন্ত্রীকে পাঠাব। সঙ্গে, অবস্থা বদল করার এই কাজে আপনি কীভাবে যুক্ত হতে পারেন সাইটটিতে দেওয়া আছে তার তত্ত্বতালাসও।

বা কেবল একটা, ০২২ ৩৩০১ ০০৩১ এই নম্বরে মিসড কল দিন। আমরা আপনাকে সব জানিয়ে দেব।

মনে রাখবেন, এই উদ্যোগ খালি আমার-অপনার জন্য নয়। এই উদ্যোগ সকলের জন্য। এই উদ্যোগ বিশেষ করে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য, যাদে এই বিপদ গ্রাস করবে সবচেয়ে বেশি।

আসুন একজোট হই, এর বিরুদ্ধে প্রচার করি, অবস্থার বদল করি।

## বিষ খাবার খাব না!

বিষমুক্ত খাবার পাওয়া আমার অধিকার! কোনো রাসায়নিক বা জিনশস্য চাই না!

# PESTICIDES IN MY FOOD? NO, THANK YOU!

An apple a day keeps good health away . Yes, you read right! The government's own reports suggest that banned pesticides like **Chlordane, Heptachlor and DDT, are present in our food.** Chlordane, for instance, is associated with severe damage to the central nervous system and is known to adversely affect liver, lungs, kidney and the eyes! Further, **pesticides not meant for use on particular crops are repeatedly showing up as residues in those very foods. As per law,** monocrotophos, known for its 'acute' (immediate) as well as 'chronic' (long term) adverse health effects, and one of the most-used pesticides in India, is not allowed to be used on vegetables. However, monocrotophos has been repeatedly found in vegetables tested for toxic residues by different agencies in India. **Even the pesticides/toxins allowed in agriculture do end up as residues in our food, and well above the legal permissible limits.** These are just a few examples of how our food, water and soils in India are getting contaminated by chemical pesticides.

Just think of all the effort you put in to ensure that you pick fresh fruits and vegetables from the supermarket shelves or from your local vendor, and diligently wash it, cut it, cook it and feed your loved ones and yourself... only to let the toxic trail of chemicals trickle into your system. Fruits, vegetables, meat, poultry and milk are all laced with high levels of pesticide residue — numerous times, above the maximum residue limits (MRL) set by Indian law. Not just this, our drinking water is also contaminated! Worse, even mother's milk is laden with poison!! And no one is monitoring or taking any deterrent action to stop this poisoning of the nation!

## THE GOVERNMENT'S NOT WATCHING..

It is evident that the origin of the problem is in our farms. Here, the Indian Government continues to support the use of these deadly chemicals, despite being cognizant of these problems and despite having alternatives to chemical pesticides.., . This in turn keeps the pesticide industry prosperous and helps them flourish at the cost of the citizens' health. To add insult to injury now the government has begun promoting Genetic Modification of crops (food) as a solution, which is hazardous and worse, irreversible.

Instead the government should be providing preferential support to the safer alternatives whereas there is not even a level playing field being created for them at this point of time and our *anna daatas*, the farmers, are left with no choices. Meanwhile they are themselves reeling under a severe crisis due to rising costs of cultivation, indebtedness, health problems due to exposure to pesticides and other related issues.

## YET, THERE IS SOME GOOD NEWS!

The good news is that world-over, there is growing research and experiential evidence about the viability and benefits of safer alternatives for farming. For instance, in Andhra Pradesh, millions of farmers have shifted to farming without the use of chemical pesticides, a practice they called Non-Pesticidal Management (NPM). Reports demonstrate that farmers find this farming more profitable! If there are no pesticides used in food production, there would be no pesticide residues in our food!

Since the Indian Government shows little inclination to wean off the nasties, and prefers to be supportive of the pesticides industry, **we, the consumers have to come together and demand safe food. As citizens, we have a right to safe food.**

## ALL OF US CAN BECOME AGENTS OF CHANGE TO IMPROVE THIS SITUATION!

As citizens who are being subjected to such poisoning, we can demand that the Government put the safety of its people and the environment ahead of the profits of companies producing such dangerous chemicals and that the Government take responsibility and provide us access to safe food.

**We can demand that the Government:**

- i. **Promote and encourage organic/ecological/natural farming, without pesticides and Genetically Modified Organisms.**
- ii. **Ensure access to organic food (also specifically for pregnant/lactating mothers & children).**
- iii. **Ban pesticides, which have been banned in other countries.**

LOG ON TO [www.indiaforsafefood.in](http://www.indiaforsafefood.in) and sign the petition. We'll take it to the Agriculture Minister for you. The website also has information on what else you can do to Get Involved and make change happen.

Or just **GIVE A MISSED CALL** on 022 3301 0031 and we'll convey your message.

**Remember, it's not only about us, but our loved ones and particularly our children who are the most vulnerable! Do spread the word, and collectively we can make a difference.**

---

**SAY NO TO TOXIC FOOD!**

**SAFE FOOD – YOUR RIGHT! NO CHEMICALS, NO GM!**

---